OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 591 - 599
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 591 - 599
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সংজ্ঞায়ন, সংলাপায়ন ও নেতৃত্বকরন : মহাযানী বৌদ্ধ জাতকের গল্পবুনটে প্রানীসত্ত্বার মানবিকীকরনের প্রকৃতি অন্বেষণ

অঙ্কনা মজুমদার
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: ankana15042001@gmail.com
0009-0007-3960-4505

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Jataka, Anthro Morphism, Human Animal Relationship, Leadership, Moral Agency, Mahayana Buddhism, Proto Environmental Ethics, Self Spoking Animal, Prasad Prasadika Theory.

Abstract

Folklore or the culture of story-telling considers a most significant primary source of socio-cultural history of Early India. Being a most significant literary corpus in Early India (circa. 300 BCE to 300CE), the folklore contains various quasi-historical literary features like Anthro Morphism or personification of animal character in subjective context. The themes of Indian Folklore are mainly chosen religio-cultural ethos based on ethos of concerns religion in the period. The Buddhist Jataka considers as a one of the famous ethical folklores in this time period.

Being the collection of 547 birth stories of previous life of Buddha, the stories of Jataka tales contain many personified animal characters that popularized adoption of human-centric moral values and power of communication among the animal species, consider as spiritual merits in traditional Mahayana Buddhology. The ethical animal character became the moral agents of Buddhism to spread Buddhist values in the process of thematic development of the stories. But in the climax position of some animal theme centred Jataka, the stories initiate emergencing of self-spoken leadership category among the animal with vocal agency of proto animal right and ecological ethics. The article initiated to trace of dialectical psychological perspective of motivation and agency system related to the Anthro Morphism of Jataka stories with prioritizing the theme of development of notion of leadership among the personified animal of Jataka stories. The arrival of self-speaking animal character of Jataka became of counter agent of ethical Anthro morphism with containing the essences of proto animal right and environmental ethics.

On the procedure of thematic development of the theme, the article has adopted qualitative textual and conceptual analysis of stories of animal jataka that is selected through purposive sampling based on having the human like qualities and situation of emergences of leadership incorporating the theme traditional Buddhology and counter-narratives technique that popularly familiar in post-colonial subaltern historiography in parallel manners through

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 591 - 599
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

including expression of embodied marginal voices of animal in the conversation of 'Animal-Leader Buddha.'

Discussion

ভূমিকা : ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধ সাহিত্যিক ঘরানার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ছিল পালি জাতক। পালি জাতকে একাধিকবার বিষয়বস্তুতে প্রানীকূল তথা মানব-প্রানী সম্পর্কের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাকপর্বের নানা পিটক সাহিত্যে প্রানী জাতকের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাক প্রচলিত দ্বিতীয় শতক নাগাদ মহাযানী বৌদ্ধধর্ম সম্প্রসারনের ফলে বৌদ্ধধর্মের ধর্মীয় আদর্শগুলির পরিধিগত প্রসারন ঘটে এবং বৌদ্ধ ঘরানার অভ্যন্তরে অধস্তন প্রানীকূলের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। জাতক সাহিত্যে প্রানীরূপী জাতকগুলিতে যেমন একদিকে বুদ্ধ প্রানীর বেশে বিভিন্ন কাহিনীতে আবির্ভূত হয়ে মানবসমাজকে নৈতিক শিক্ষা প্রদাান করে, অন্যদিকে বিভিন্ন সময় নানা গোষ্ঠীগত সমস্যার সমাধান, মানবসমাজের সঙ্গে প্রানীরূপী বুদ্ধের কথোপকথন এবং সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীতে তার সমগোত্রীয় ও বিষমগোত্রীয় প্রানীজগতে গোষ্ঠীগত সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্তগ্রহনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করেন। এইভাবে প্রানীরূপী জাতকের গল্পে প্রানীচরিত্রের ওপর মানবিকীকরন আরোপ কৌশলকে কেন্দ্র করে বোধিস্বত্ত্বের 'প্রানীকূলের নেতা' রূপে এক স্বতন্ত্র পরিচিতির উদ্ভব ঘটে।

বস্তুতভাবে লোকগাঁথাতে মানবিকীকরন হল এমন এক কল্পনাময় আবেশ তৈরী করার শৈলী যেখানে পশুপাখিসহ গল্পের কাল্পনিক চরিত্রসমূহ মানুষের মত আচরন সম্পন্ন করে থাকে। ভারতীয় গল্পগাঁথার আদিপর্ব থেকেই এখানে বিষয়গত চরিত্ররূপে প্রানীকূলের অন্তর্ভুক্তি এবং মানব-প্রানী সম্পর্কের দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। রী ডেভিস তার বুদ্ধিষ্ট ইন্ডিয়া গ্রন্থে জাতকের গল্পের উৎসরূপে প্রাচীন ভারতের গল্পগাঁথার কথা বলেন। ডেভিস বর্নিত পিটক সাহিত্যে বর্নিত দশটি আদি জাতকে তিতির জাতক ও মনিকান্ত জাতকের মত প্রানী জাতকের উল্লেখ করেন।[১] পল ওয়ালদু বলছেন, প্রানী জাতকের গল্পগুলি মূলত অবৌদ্ধ গল্পসমূহের অংশ বিশেষ যেখানে পরবর্তীকালে বৌদ্ধতত্ত্বের আদর্শ আরোপিত হয়।[২] পালি পিটক সাহিত্যে প্রানীর উল্লেখ সীমিত থাকলেও প্রাক্ প্রচলিত দ্বিতীয় শতকে মহাযানী মতাদর্শের আবির্ভাবের পর সকল জীবকে বৌদ্ধধর্মের ধর্মতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হলে বৌদ্ধধর্মের আদর্শগত গন্ডি প্রানীদের মধ্যে বিস্তৃত হতে থাকে। এরফলে এই সময় বৌদ্ধ ধর্মতাত্ত্বিক মতাদর্শের প্রভাবে বৌদ্ধ সাহিত্যে নানা গদ্যে (অবদানশতক, জাতক) প্রানীচরিত্রের মধ্যে মানবিকত্ব আরোপের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ঊমা চক্রবর্তী বলছেন, প্রাচীন বৌদ্ধমঠ ব্যবস্থা অরন্যসংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার ফলে মানব ও প্রানী পরস্পর ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল, এজন্য তাদের আয়ত্তাধীন রাখার জন্য বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রানীর ওপর মানবিক মূল্যবোধ আরোপকরনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[৩]

ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচ্যবাদী ধারাতে জাতকের অনুবাদের ক্ষেত্রে জাতকের প্রানী চরিত্রের মানবিকসত্ত্বার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই প্রকল্পে মূলত জাতকের মূল গদ্যগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহাযানী বৌদ্ধ সমাজে প্রানীর মানবিকীকরনের ধারনার প্রকৃতি বিশ্লেষণের প্রয়াসসহ মানবিকীকৃত প্রানীসমাজে বৌদ্ধ আদর্শের প্রভাববলে বুদ্ধ কীভাবে প্রানীকূলের নেতৃত্বের ভূমিকাতে অবতীর্ন হয়েছে তা আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে বুদ্ধ তথা বৌদ্ধতত্ত্বের গনতন্ত্রীকরনের ধারণার প্রভাবে প্রানীকূল বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের বৃহত্তর পরিসরে অন্তর্ভুক্ত হয়। এরফলে প্রানী জাতকের গল্পগুলিতে প্রানীকূলের অধিপতিরূপে বোধিস্বত্ত্বের আগমনকে ঘিরে বৌদ্ধতত্ত্বের সাহিত্যিক ও নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পরিচিতির উদ্ভাবন ঘটে। এই প্রকল্পে জাতকের মূল গদ্যগুলিকে বিশ্লেষনের দ্বারা জাতকে প্রানীর মানবিকীকরনের কৌশল ও তার সর্বোচ্চ পর্যায়রূপে বুদ্ধের প্রানীকূলের নেতারূপে স্বতন্ত্র পরিচিতির উদ্ভাবনের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। প্রবন্ধের রচনাতে প্রাথমিক উৎসরূপে এডওয়ার্ড বাইল্স কাওয়েল অনুদিত 'দ্য জাতকা অর দ্য স্টোরিজ অফ বুদ্ধাস ফর্মার বার্থ' এবং ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনুদিত 'গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত: জাতকার্থবর্ণনা নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে' গ্রন্থদ্বয় সহ বিভিন্ন গৌন গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 591 - 599
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রানীচরিত্রের মানবিকীকরনের প্রকৃতি : প্রাচীন ভারতের গল্পগাঁথাতে প্রানীচরিত্র মানবিকীকরনের আরোপন শৈলী নতুন নয়। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় ও লৌকিক গল্পগাঁথাতে বুনট কৌশলে প্রকৃতির ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ, প্রাকৃতিক দেবতার মানবিক আচরন কল্পনা ও প্রানীদের ওপর মানবিক কাজকর্মের দায়ভার চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল সুপরিচিত, এই কৌশলকে মানবায়ন বলা হয়। অক্সফোর্ড অভিধান সংকলন অনুসারে, মানবায়ন হল এমন এক গল্প বুনট কৌশল যা কোন বস্তু, প্রানী বা ধারনাসমূহের মধ্যে মানবসুলভ গুন আরোপন করে।[৪] সাহিত্যে প্রানীদের মানবিক গুনের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে তাদের মানবিক গুনগুলিকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রূপে উপমায়িত করা যায়।এই মানবসুলভ গুনগুলিকে আরোপনের মাধ্যমে জাতকে প্রানী ও মনুষ্যসমাজে একপ্রকার নৈতিক আবেশ তৈরি করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মানব-প্রানী দ্বৈমাত্রিক সম্পর্ক এবং তুলনামূলক উৎকৃষ্ট মানবপ্রজাতি পারিপার্শ্বিক প্রানী সমাজের ওপর একপ্রকার নিয়ন্ত্রণমূলক সম্পর্ক স্থাপন করে। এরফলে মানব-প্রানী সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতায়নের ধারনার উদ্ভব ঘটে।[৫] প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের গল্পের উপস্থাপনে প্রানীকূলের মানবিকীকরনের কৌশল বিশেষভাবে লক্ষনীয়। এক্ষেত্রে প্রানীদের উৎকৃষ্টতা-নিকৃষ্টতার সংজ্ঞায়ন মানবসমাজে প্রচলিত কর্ম সম্পাদনের গুনগত মাত্রার নিরিখে ব্যক্ত করা হয়।[৬] বৌদ্ধ আদর্শ থেকে বিরত প্রানীদের বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের আদর্শ প্রানী চরিত্র থেকে পৃথকীকরন করা হয়। পালি পিটক সাহিত্যে প্রানী জীবনকে ইন্দ্রিয় সুখের ধারনাতে পরিপূর্ণ বলে দাবি করা হয়। বিনয় পিটকের মহাভগ্গতে নাগের মানবিকীকরনের ধারনার কথা জানা যায়।[৭] পালি ক্ষুদ্দকনিকায়তে সংকলিত জাতকপালিতে বিভিন্ন প্রানী জাতকের অস্তিত্বের উল্লেখ রয়েছে।

মহাযানী বৌদ্ধধর্মে প্রানীযোনীকে পাপের প্রতীক রূপে গন্য করা হয় এবং উৎকর্ষতার শর্তরূপে প্রানীযোনী থেকে মানবযোনীতে জন্মলাভের কথা বলা হয়। বৌদ্ধ অবদান শতকের গল্পে মানব-প্রানী সম্পর্কের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের একটি জনপ্রিয় তত্ত্ব, ‘প্রসাদ-প্রসাদিকা তত্ত্ব’-র অবতরন ঘটান। এক্ষেত্রে প্রানীযোনীতে জন্মগ্রহণকারী বুদ্ধ ‘প্রসাদিকা’ রূপে আবির্ভূত হয়ে প্রানীদের প্রসাদলাভে সাহায্য করে তাদের আধ্যাত্মিকতার পথে উত্তরন (সুগতি) করতে সহায়তা করেন। প্রানীদের লভ্য এই প্রসাদ মানব লভ্য প্রসাদের তুলনায় হীন বলে প্রতিপন্ন হয়। মানবযোনীতে প্রসাদিকা রূপে বুদ্ধ ছাড়াও নানা মাধ্যম যেমন - বুদ্ধের অনুগামী বা অর্হত্ত্বলাভকারী ভিক্ষুর উপস্থিতির আভাস থাকলেও প্রানীযোনীতে প্রসাদিকা লাভের একমাত্র মাধ্যম হন বুদ্ধ। এক্ষেত্রে গদ্যের প্রেক্ষাপটে বুদ্ধের সমসাময়িক উপস্থিতির শর্তে নিম্নশ্রেনীর প্রানীরা প্রসাদ লাভ করে।[৮] প্রাক্ প্রচলিত প্রথম শতকে মিলিন্দপঞহোতে ভিক্ষু নাগসেন প্রানীর বুদ্ধি ও মানব বুদ্ধিকে পৃথক করতে গিয়ে বলেন জ্ঞান ও যুক্তিক্ষমতা পরস্পরের থেকে পৃথক হয়, এজন্য প্রানীদের মধ্যে উপস্থিত বুদ্ধি থাকলেও তা মানব যুক্তিক্ষমতা অপেক্ষা পৃথক রূপে গন্য হয়।[৯] সমকালীন অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে বুদ্ধের শৌর্যকে হাতির শৌর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়।[১০] প্রচলিত চতুর্থ-পঞ্চম শতকে অয়সুর রচিত জাতকমালাতে বিভিন্ন প্রানীজাতকের গল্পে পশুপাখির মানবসুলভ কর্মকাণ্ডের কথা জানা যায়।[১১] এমনকি প্রাচীন ভারতের সাঁচী, ভারহুত ও অমরাবতীর মত বৌদ্ধ স্থাপত্যে প্রানী জাতকে তাদের কর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এভাবেই আদি বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রানীচরিত্রের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রানীচরিত্রের মানবিকীকরন তথা মানব-প্রানী চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কজনিত আভাস পাওয়া যায়।

পালি জাতকে প্রানীসত্ত্বার মানবিকীকরনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ : পালি জাতকের গল্পে একটি বহুল প্রচলিত বিষয় ছিল প্রানী চরিত্রের অন্তর্ভুক্তি ও তার মানবায়ন। জাতকের মোট ৫৪৭টি গল্পের ১১৭টি গল্পে বুদ্ধ প্রানীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।[১২] মহাযানী পালি জাতকে সমাজ সম্পর্কে আলোচনাকালে প্রানীর ওপর মানবিকীকরনের কৌশল আরোপ করা হয়। এই ব্যক্তিত্ব আরোপের ফলে চরিত্রগুলি একদিকে যেমন বৌদ্ধতাত্ত্বিক গুনাবলীকে ধারন করে তেমনি এই অন্তর্ভুক্তির সর্বোচ্চ পর্যায়রূপে গোষ্ঠীগত নেতৃত্ব প্রদানকে কেন্দ্র করে প্রানীকূলের নেতারূপে বুদ্ধের স্বতন্ত্র পরিচিতির উদ্ভাবন ঘটে। ঊমা চক্রবর্তী বলেছেন, বৌদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরনের প্রাথমিক পর্বে মানব ও প্রানীর মধ্যে বাসস্থানগত সান্নিধ্য ছিল। এজন্যই মানব রচিত জাতকে প্রানীর ওপর মানবিকীকরনের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ আরোপকরনের প্রয়াস লক্ষনীয়। অপরদিকে প্রানীদের মধ্যেও তাদের অধঃস্তন পরিচিতি থেকে বেরিয়ে এসে মানবসমাজে তাদের ব্যক্ত করার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়।[১৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 591 - 599
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জাতকের গল্পে মানবিকীকরনের আরোপনের নানা কৌশল লক্ষ্য করা যায়। জাতকের গল্পের মূলত তিনটি অংশ থাকে, যথা – পাক্কাপানাবাত্তু (বুদ্ধের সমসাময়িক সময়কাল), অতীতাবাত্তু (বুদ্ধের পূর্ব জীবন) ও সমোধানম (দুটি জন্মের মধ্যে মেলবন্ধন)।[১৪] অধিকাংশ ক্ষেত্রে বোধিস্বত্ত্ব নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই অতীতাবাত্তু অংশে প্রানী জাতকের প্রসঙ্গ টেনে আনে যা তিনি পূর্বে যাপন করে এসেছেন। গল্পের শেষে সমোধনম অংশে ঐ উৎকৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে উৎকৃষ্ট প্রনী চরিত্র ও নিকৃষ্ট প্রানীর সঙ্গে নিকৃষ্ট প্রানী চরিত্রের তুলনাকরনের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। পালি মহাপরিনির্বান সুত্তে বোধিস্বত্ত্বের হীন জীবন থেকে উৎকৃষ্ট জীবন লাভের পথে বহুবার প্রানী জীবনের উল্লেখের কথা বলা হয়েছে।[১৫] মূলত প্রাণী জাতকের শিরোনামে বুদ্ধ ও তার অনুগত সংশ্লিষ্ট প্রানীকূলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রানী জাতকের ক্ষেত্রে প্রানীরূপে জন্মগ্রহণকারী বুদ্ধের ওপর কিছু মহাযানী মতাদর্শপ্রসূত আধ্যাত্মিক মানবিক গুন আরোপিত হয়। এই মানবীকৃত প্রানীরূপী বুদ্ধের সঙ্গে সমগোত্রীয় অপর একটি প্রানীর সম্পর্ক ও তুলনামূলক আলোচনার প্রচেষ্টার দ্বারা তার কৃতিত্ব জাহির করা হয়। বুদ্ধ তার আধ্যাত্মিক প্রভাববলে পারিপার্শ্বিক মানবসমাজের সঙ্গে মানবভাষ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের গোষ্ঠীগত শ্রেনীচেতনার কথা মানবভাষ্যে উপস্থাপন করে। এভাবে মানব-প্রাণী কথোপকথন মাধ্যমে প্রাণী জাতকের গল্পগুলিতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক, মনুষ্য সমাজজাত ও গোষ্ঠীগত সমস্যা সমাধান, পরামর্শদান ও বিপজ্জনক সময় যথাযোগ্য সিদ্ধান্তগ্রহনকে কেন্দ্র করে প্রানীরূপী বোধিস্বত্ত্বের প্রানীকূলের নেতারূপে একটি স্বতন্ত্র পরিচিতির উদ্ভাবন ঘটে। পল ওয়ালদুর মতে, জাতকের প্রানীদের চিন্তনক্ষমতা, বাচনিক ক্ষমতা ও যৌক্তিক ক্ষমতাবলে মানব-প্রানী সম্পর্ক প্রানী জাতকের গদ্যগুলিতে শ্রেনীগত সংঘাতের প্রেক্ষাপট তৈরী করে।[১৬] প্রানীচরিত্রের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বুদ্ধের বৌদ্ধ ধর্মতাত্ত্বিক গুনাবলী এবং মানবসমাজের কাঙ্ক্ষিত গুনাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের ফলে জাতকের গল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রানী চরিত্রসমূহকে কার্যত বৌদ্ধতত্ত্বের নৈতিক প্রচার মাধ্যমে পরিনত হয়। নিম্নে জাতকের গল্পগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রানীচরিত্রের মানবিকীকরনের বিষয়টি বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে অনুধাবন করার প্রচেষ্টা করা হল। এক্ষেত্রে প্রানীচরিত্রের ওপর মানবিকীকরনের কৌশল আরোপ করে সহজেই বুদ্ধের মধ্যে বৌদ্ধ দশশীল গুনাবলির সাফল্য উদযাপনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[১৭] বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতকের গল্পে মানবীকৃত প্রানীচরিত্রে নানা কৃত্রিম সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা -

বুদ্ধ যখন পরামর্শদাতা : বিভিন্ন প্রানী জাতকে বুদ্ধ প্রানীরূপে বিভিন্ন সময় মানব ও প্রানীগোষ্ঠীকে সুপরামর্শ প্রদান করে তাদের বিপদের পূর্বাভাস প্রদান করেন, নানা কুপ্রবৃত্তি ও দুষ্কর্মের নিবৃত্তি করেন এবং বর্তমান সমস্যার সমাধান করেন। যেমন – ময়ূর জাতকে রানীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজার মধ্যে ময়ূরের হত্যার বাসনা জেগে ওঠে। তখন ময়ূররূপী বোধিস্বত্ত্বের পরামর্শে তিনি ময়ূর হত্যা থেকে বিরত হন।[১৮] আবার রাধা জাতকে শুকরূপী বোধিস্বত্ত্ব ব্রাহ্মনকে তার ব্যভিচারী স্ত্রীকে ত্যাগ করার পরামর্শ প্রদান করেন।[১৯] বীরক জাতকে কাকরূপী বোধিস্বত্ত্ব বীরক সমগোত্রীয় সবিষ্ঠককে জলে নেমে শিকার আরোহনে নিষেধ করেন কিন্তু বীরক তা না শুনে জলে শিকার আরোহনে উদ্যত হয়ে বির্গতিপ্রাপ্ত হয়।[২০] জাতকে প্রানীচরিত্রের ওপর মানবিকীকরন আরোপনের কৌশল ও কথোপকথনের ক্ষমতা অন্যান্য প্রানীগোষ্ঠীর মধ্যে প্রানীরূপী বোধিস্বত্ত্বের বিচক্ষনতা ও সমগোত্রীয় প্রানীসমূহের মধ্যে তার উৎকৃষ্টতাকে প্রমান করে এবং গল্পের প্রেক্ষাপটে সাফল্য-ব্যর্থতা দ্বান্দ্বিক কর্মফলবাদের পটভূমিকা অঙ্কন করে জাতকে সফল পরমর্শদাতা রূপে বোধিস্বত্ত্বের গুরুত্বকে মহিমান্বিত করে।

বুদ্ধের উপস্থিত বুদ্ধি : জাতকের গল্পে বিভিন্ন সময় প্রানীরূপে বুদ্ধ উপস্থিত বুদ্ধির প্রভাবে নিজের এবং সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগত সমস্যার সমাধান করেন এবং এজন্য তিনি জাতকের গল্পে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করেন। যেমন - তক্ষকশূকর জাতকে তক্ষকশূকর (বোধিস্বত্ত্ব) নিজ বুদ্ধিবলে তাদের শত্রু ব্যাঘ্র ও কূটতপস্বীর বিনাশ করতে সক্ষম হন।[২১] শিশুমার জাতকে বানররূপী বুদ্ধ উপস্থিত বুদ্ধিবলে শিশুমারের হাত থেকে নিজের প্রান রক্ষার্থে সফল হন।[২২] গোধা জাতকে গোধারূপী বোধিস্বত্ত্ব উপস্থিত বুদ্ধিবলে ভন্ড তপস্বীর হাত থেকে নিজের প্রান রক্ষা করেন।[২৩] বর্ত্তক জাতকে বর্ত্তকরূপী বোধিস্বত্ত্ব শিকারীর হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য খাদ্য গ্রহন না করর ছলনা করে সেখান থেকে পলায়ন করেন।[২৪] মিতচিন্তি জাতকে মৎস্য মিতচিন্তি (বোধিস্বত্ত্ব) তার উপস্থিতবুদ্ধির প্রভাবে কৈবর্ত্তদের প্রতারিত করে নিজেকে ও তার সঙ্গীদের জাল থেকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 591 - 599
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উদ্ধার করেন।[২৫] বুদ্ধরূপী মানবিক গুনসম্পন্ন প্রানীরূপে গৃহীত এই দুরদর্শী উপস্থিত বুদ্ধি তাকে সংলগ্ন প্রানীকূলে একচ্ছত্র ত্রাতা বা নেতার ভূমিকাতে স্থাপন করে মহাযানী বৌদ্ধতত্ত্বের প্রসাদ প্রসাদিকা তত্ত্বকে[২৬] পুনরুৎপাদন করতে সক্ষম হয়।

বিচক্ষনতা : বিভিন্ন প্রানীরূপী জাতকের গল্পে বোধিস্বত্ত্ব বিভিন্ন সময় যথাযোগ্য দুরদর্শী বিচক্ষন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্মৃতিশক্তি, যথাযথ বিপদের পূর্বাভাস দেবার ক্ষমতা, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উপকার সাধন ও বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন প্রভৃতি বিচক্ষন কর্মকান্ডগুলি তাকে জাতকের গদ্দে অন্যান্য প্রানীদের তুলনায় তার বৌদ্ধিক উৎকৃষ্টতা ও নেতৃত্বদানের যোগ্যতাকে প্রমান করে। বিভিন্ন ঘটনার সুদুরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্ক অবগত বুদ্ধ অভিজ্ঞতাবলে প্রানীকুলকে সঠিক দিশা দেখিয়ে সমসাময়িক সমস্যার সমাধান করে থাকে। গল্পের বুনটে মানবীকৃত প্রানীচরিত্র এই দুরদর্শী উৎকৃষ্ট মেধা ও কর্মফল সংক্রান্ত বিচক্ষনতা গল্পের কাল্পনিক পরিবেশে তার নেতৃত্বসুলভ দক্ষতার বৈধতাকে সুদৃঢ় করে। যেমন - মুনিক জাতকে মহালোহিত বোধিস্বত্ত্ব সমগোত্রীয় শূকর মূনিকের পরিমানাধিক আদরযত্নের আগাম কারনরূপে তার বধের অনুমান করেন তার ভ্রাতা মহালোহিতকে লোভ না করার পরামর্শ দেন। পরবর্তীকালে তার অনুমান সত্য হয়।[২৭] কুক্কুট জাতকে কুক্কুটরূপী বোধিস্বত্ত্ব বিড়ালীর ষড়যন্ত্রমূলক প্ররোচনাতে না জড়িয়ে নিজের প্রান রক্ষা করে।[২৮] শকুন জাতকে বোধিস্বত্ত্ব শকুনের বাসস্থানের অবস্থানে ধূম থেকে ভবিষ্যতে অগ্নিসংযোগজনিত বিপদের আভাস দিলে পরে তা ফলপ্রসূ হয়।[২৯] কৃষ্ণ জাতকে গাভীযোনীতে জন্মগ্রহণকালে মনিবের জন্য বোধিস্বত্ত্বের অর্থোপার্জনের প্রয়াসকালে ধূর্ত বনিক তাকে প্রতারণার প্রচেষ্টা করে, কিন্তু বিচক্ষন বোধিস্বত্ত্ব বনিকের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে তার থেকে পারিশ্রমিক আদায় করেন।[৩০] কালবাহু জাতকে রাজদরবারে কালবাহু নামক মর্কটের আগমনের ফলে শুকযোনীতে জন্মগ্রহনকারী বোধিস্বত্ত্ব রাধ ও তার ভ্রাতা প্রোষ্ঠপাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। এ সময় প্রোষ্ঠপাদের অনুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচক্ষন বোধিস্বত্ত্ব স্বভাবগত কারনে রাজদরবার থেকে তার শীঘ্র বিতাড়নের আভাস দেন যা পরে ফলপ্রসূ হয়।[৩১] দর্দভ জাতকে বৃক্ষফল পতনজনিত অজানা শব্দের আশঙ্কাতে পলায়নরত প্রানীদের সমুদ্রে পতিত হয়ে প্রানহানির উপক্রম হয়, তখন সিংহরূপী বোধিস্বত্ত্ব তাদের সেই শব্দের যথাযোগ্য কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক সমুদ্র নিমজ্জিত হয়ে জীবনহানি থেকে তাদের উদ্ধার করেন।[৩২] এভাবেই বিচক্ষনতা গুন প্রানী জাতকের গল্পে অন্যান্য প্রানীদের থেকে বুদ্ধের স্বাতন্ত্র্যতাকে সুনিশ্চিত করে তার নেতৃত্বকরনের ধারনার সুঠাম যৌক্তিক কাঠামো প্রদান করে থাকে।

কৃতজ্ঞতা বোধ : প্রানী জাতকে প্রানীযোনীতে জন্মগ্রহনকারী বুদ্ধ বিভিন্ন সময় তার সমগোত্রীয় প্রানীগোষ্ঠী ও মানব কুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছেন। যেমন - গুন জাতকে সিংহরূপী বুদ্ধ শৃগালের পূর্ব উপকার স্মরন করে শৃগালকে তার প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করেন।[৩৩] চাম্পেয় জাতকে নাগরূপী বোধিস্বত্ত্ব মানব রাজার সহায়তাতে বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং তিনি পরবর্তীকালে নাগলোকে তার যথার্থ আপ্যায়ন ও ধনসম্পদ উপহার দেন।[৩৪] গৃধ্র জাতকে শকুনরূপী বোধিস্বত্ত্ব নিজের জীবন রক্ষার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বারানসী থেকে সকল বস্ত্র ও অলংকার সংগ্রহ করে বারানসী শ্রেষ্ঠীর গৃহে মজুত করতে থাকে।[৩৫] এই কৃতজ্ঞতা গুনবশত বুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতারূপেসংলগ্ন অন্যান্য প্রজাতির প্রানীসমাজ ও মনুষ্য সমাজের সাথে বাক্যালাপের ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।

নেতারূপে বোধিস্বত্ত্ব : জাতকে মানবিকীকরন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত নিদর্শনরূপে প্রানী জাতকের গল্পে সমগোত্রীয় প্রানীকূলে বুদ্ধের নেতা বা নিয়ন্ত্রকের মর্যাদালাভ করা। জাতকের গল্পগুলিতে মানবিকীকৃত প্রানী চরিত্রের মধ্যে মনুষ্য সমাজের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বহুক্ষেত্রে প্রানীসমাজ বহুক্ষেত্রে নিজগোষ্ঠীর জনৈক প্রানীর কৃতকর্ম, পরিবেশগত প্রভাব বা মনুষ্য ও অন্যান্য সমাজের ষড়যন্ত্রের ফলে সমষ্টিগতভাবে ক্ষুদ্রতর থেকে তীব্র সংকটাপন্ন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ সময় বোধিস্বত্ত্ব তার বুদ্ধি, দেহবল ও পুন্যজনিত আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে সেই সমস্যার মোকাবিলা করে সংলগ্ন গোষ্ঠীকে উদ্ধার করেন। আবার মানবভাষ্যে কথোপকথনের বিশেষ ক্ষমতাবলে তিনি বিভিন্ন জাতকে মানব সমাজে নিজস্ব গোষ্ঠীগত সমস্যার কথা বর্ননা ও অভিযোগ উপস্থাপন করেন। এভাবেই মহাযানী প্রানী জাতকে বুদ্ধ প্রানী সমাজকে নিজ ধর্মের মতাদর্শ ও নৈতিক বুদ্ধির প্রভাব বলে নানা গোষ্ঠীগত সমস্যা সমাধান ও মানবসমাজে মানবভাষ্যে প্রানীকূলের সমস্যা উপস্থাপনগত দক্ষতাকে কেন্দ্র করে প্রাক্ প্রচলিত দ্বিতীয় শতক নাগাদ মহাযানী বৌদ্ধ জাতকে বুদ্ধের 'প্রানীকূলের নেতা' রূপে এক অভিনব পরিচিতির উদ্ভব ঘটে। এ. এস. কুলাসুরিয়ার মতে, প্রানী হোক বা মানব, জাতকে বুদ্ধ নানাভাবে তার সংশ্লিষ্ট

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 591 - 599
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গোষ্ঠীর উপকার করেছে।[৩৬] প্রগতি সাহানীর মতে, বিভিন্ন সময়ে জাতকে প্রানীরূপী বুদ্ধকে পরিস্থিতি অনুসারে নানা সিদ্ধান্তগ্রহনের ক্ষেত্রে করুনা, বুদ্ধি ও বাস্তববাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে দেখা গিয়েছে। এই সিদ্ধান্তগ্রহনের বিষয়কে কেন্দ্র করে জাতকে একপ্রকার কাল্পনিক আদর্শায়নের ধারনার উদ্ভব ঘটছে।[৩৭] জাতকের বিভিন্ন গল্পে এই নেতৃত্ব প্রদানের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। যেমন - রুরু জাতকে সুবর্নমৃগ রুরু (বোধিস্বত্ত্ব) তার আধ্যাত্মিক প্রভাব বলে মানব রাজার সঙ্গে সরাসরি মানবভাষ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা ও অভিযোগের কথা তুলে ধরেন। মানবসমাজের অকৃতজ্ঞতাতে ক্ষুব্ধ রুরু তাদের গোষ্ঠীগত সমস্যার জন্য মানবের বিশ্বাসঘাতকতাকে দায়ী করেন এবং রাজার সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে স্বগোষ্ঠীর অভয় চেয়ে নেন।আবার নিজ গোষ্ঠীকে খাদ্য গ্রহনের জন্য মানব বসতিতে অবস্থিত শস্য ভক্ষনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এভাবেই মানব-প্রানী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে জাতকে বোধিস্বত্ত্ব প্রানীকূলের নেতারূপে আবির্ভূত হন।[৩৮] মহাকপি জাতকে মানব রাজার আক্রমনের প্রেক্ষিতে বানররাজ মহাকপি (বোধিস্বত্ত্ব) নিজের জীবন বিপন্ন করে দেহের সাহায্যে সেতু বানিয়ে দলের অন্যান্য বানরদের মানব রাজার আক্রমনের হাত থেকে রক্ষার্থে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন। নিজের জীবন উৎসর্গ করে গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা বানর মহাকপিকে একপ্রকার বীরত্বসূচক নেতৃত্বের উদাহরনে পরিনত করে।[৩৯] ন্যাগ্রোধমৃগ জাতকে ন্যাগ্রোধমৃগ (বোধিস্বত্ত্ব) মানবভাষ্যে রাজার সাথে কথোপকথন মাধ্যমে প্রতিদিন একটি মৃগের বিনিময় মৃগকুলের জীবন বাঁচান। পরবর্তীকালে কুরঙ্গমৃগ (বুদ্ধের) আধ্যাত্মিক ক্ষমতাপ্রসূত বাচনিক শক্তি ও কূটনৈতিক মীমাংসার ফলে উভয় রাজার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মানব-প্রানী শ্রেনীসংঘাতের নিবৃত্তি ঘটে।[৪০] কুক্কুর জাতকে মানবরাজা কুকুর নিধনের নিদানকে ঘিরে কুকুরপ্রজাতিতে সার্বিক প্রানসংকট দেখা দেয়, এমতাবস্থায় কুক্কুররাজ (বোধিস্বত্ত্ব) নিজের কথোপকথনের ক্ষমতাবলে রাজার সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃত দোষীকে চিহ্নিত করেন এবং রাজার থেকে প্রানীদের অভয়বার্তা নিয়ে প্রস্থান করেন।[৪১] কাক জাতকে রাজপুরোহিতের প্রতিশোধাকাঙ্খাবশত ষড়যন্ত্রমূলক চিকিৎসা ও ঔষধরূপে 'কাকবসা' বা কাকের চর্বির নিদান কাকগোষ্ঠীর প্রানসংকটের কারন হয়। এমতাবস্থায় কাকরূপী বোধিস্বত্ত্ব রাজার সঙ্গে কথোপকথনের দ্বারা কাকগোষ্ঠীকে উদ্ধার করেন।[৪২] এভাবে বাচনিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানবিকৃত প্রানীসমূহ নিজ গোষ্ঠীস্বার্থের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে তাদের শ্রেনীগত দাবিকে অপরগোষ্ঠীর কাছে উপস্থাপন ও নিজস্ব গোষ্ঠীসমস্যার মীমাংসা করে থাকে।

উপসংহার : মহাযানী পালি জাতকের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল প্রানীচরিত্রের অন্তর্ভুক্তি। আপাতদৃষ্টিতে জাতকের গল্পগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নানাপ্রকার নৈতিক মূল্যবোধকে উপস্থাপন করছে, যার মধ্যে অন্যতম মানব-প্রানী আন্তর্সম্পর্ক। পালি জাতকে প্রানীদের অধঃস্তন চরিত্র রূপে গন্য করা হচ্ছে। জাতক একদিকে যেমন পরিবেশগত মৈত্রীর ধারনা উপস্থাপন করছে, তেমনই এর মধ্যে প্রানী জাতকের বুনট কৌশলে সুস্পষ্টভাবে প্রানী চরিত্রের ওপর মানবিক আচরন আরোপ করার সচেতন কৌশল লক্ষ্য করা যায়। এই আদর্শায়নের ফলে জাতকের প্রানী চরিত্রগুলি জান্তব প্রবৃত্তি হারিয়ে বৌদ্ধতত্ত্বের মতাদর্শপ্রসূত মানবসুলভ চারিত্রিক গুনাবলীতে কাল্পনিকভাবে আদর্শায়িত হচ্ছে।[৪৩] প্রানী চরিত্রের মানবিকীকরন কৌশলের প্রকৃতি নিয়ে পরিবেশবিদদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। ইতিবাচক মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ অনুসারে, মানবিকীকরনের প্রক্রিয়া ঘিরে মানবসমাজে প্রানী চরিত্রসংক্রান্ত মানবিক প্রবনতাসমূহের স্বরূপ উন্মোচন ঘটে এবং মানব-প্রাণী সহানুভূতিশীল ক্ষেত্রের উদ্ভাবন ঘটে। আবার নেতিবাচক মানবকেন্দ্রিকতা এই মানবিকীকরনের প্রক্রিয়াতে প্রানীকূলের ওপর কৃত্রিম মানবসুলভ গুন আরোপনকে কেন্দ্র করে একপ্রকার উৎকৃষ্টতা-নিকৃষ্টতার তুলনামূলক ক্ষেত্রে পরিনত হয়।[৪৪] প্রানী জাতকগুলিতে আরোপিত বৌদ্ধ নীতিবাদী ধারণাগুলি পরবর্তীকালে মানবসমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে। জাতকের সাহিত্যিক ও নান্দনিক প্রকাশে বারংবার এই মানবিকত্ব আরোপনের প্রয়াস তৎকালীন সমাজে মানব-প্রানী মিথষ্ক্রিয়ামূলক সম্পর্ক ইঙ্গিত করে। বৌদ্ধ ধর্মতাত্ত্বিক মার্গে গমনকারী প্রানীকুল বৌদ্ধ গল্পগাঁথাতে স্বতঃস্ফূর্ত জৈবিক প্রবৃত্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে মহাযানী ধর্মতত্ত্বের সম্প্রচারকারী নৈতিক প্রচার মাধ্যমে পরিনত হয়।[৪৫] পরবর্তীকালে বৌদ্ধ স্থাপত্যের ভাস্কর্যে উৎকীর্ন প্রানীচরিত্রগুলিতে বৌদ্ধধর্মানুকুল মানবসুলভ গুনগুলিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ভারহুত স্তুপে উৎকীর্ন রুরু জাতকের একশৈলিক চিত্রে মানবরাজা ও স্বর্নমৃগ রুরুর মধ্যে কথোপকথনের দৃশ্য ফুটে উঠেছে যেখানে স্বর্নমৃগ রুরু মানবরাজাকে করুনার পাঠদানের প্রয়াস করছেন।[৪৬] বলা বাহুল্য যে জাতক সমসাময়িক সময় প্রানীচরিত্রের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 591 - 599
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মানবিকীকরনের প্রচেষ্টামূলক সৃজনশীলতা একেবারে নতুন নয়। পরবর্তীকালে বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র ও নারায়নশর্মার হিতোপদেশে প্রানীচরিত্রের মানবিকীকরনের দিকগুলি লক্ষ্য করা যায়। পালি জাতকে প্রানীর বাচনক্ষমতা তাকে জাতকের গল্পগাঁথার সক্রিয় মাধ্যমে পরিনত করে যা ধর্মীয় নৈতিকতার গতানুগতিক চেতনার বাইরে গিয়ে মানুষ-প্রানীর মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার যুগল উপস্থাপনের মাধ্যমে বহুমাত্রিক প্রান্তিক অবস্থানকে উপস্থাপন করে ও তাদের স্বব্যক্ত কণ্ঠস্বরের প্রকাশ করেন।[৪৭] সাগ্নিক সাহা জাতক ও পঞ্চতন্ত্রের প্রানীচরিত্রের মানবিকীকরন কৌশল ও আরোপিত নৈতিকতার তুলনামূলক আলোচনা করেন। তার মতে আদি ঐতিহাসিক কর্মের ধারনা অনুসারে আদি ঐতিহাসিক যুগের মানব-প্রানী সম্পর্কের ধারনাটি ব্যক্ত হয়। আর এই আধ্যাত্মিক গন্ডির সাথেই মানব-প্রানী প্রতিনিধিত্বমূলক সম্পর্ক জড়িত থাকে। তবে সাগ্নিক সাহা মানবিকীকরনের প্রকৃতি বলতে গিয়ে জাতকে বৌদ্ধ ধর্মতাত্ত্বিক মানবিক প্রানীচরিত্র ও পঞ্চতন্ত্রের মত লোকগাথার মানবিকীকরনের ধারনার তুলনা করে এনে দেখান যে নৈতিক প্রচার মাধ্যম হয়েও সাধারন প্রানী নৈতিকতা ও ধর্মতাত্ত্বিক প্রানী নৈতিকতার মধ্যে মতাদর্শপ্রসূত ব্যাখ্যার সুক্ষ্ম পার্থক্য কিভাবে সমসাময়িক মানবিকীকরনের উদ্দেশ্যগত ও মাধ্যমগত বিভেদ তৈরী করে।[৪৮]

উপস্থাপনগত কৌশলে জাতকের গল্পগাঁথা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে প্রানীচরিত্রের মানবিক গুন বা বৈশিষ্ট্যসমূহ আয়ত্তকরন সাফল্যরূপে উদযাপিত হতে থাকে। জাতকের প্রানীকুলের মানবিকীকরনের চরম নিদর্শনরূপে প্রানী জাতকের গল্পগুলিতে বুদ্ধের ‘প্রানীকূলের নেতা’ রূপে আসার প্রবনতা দেখা যাচ্ছে যেখানে তিনি সরাসরি প্রাণী সমাজের নানা সমস্যাকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে কথোপকথনের মাধ্যমে মানব সমাজের কাছে তুলে ধরে সেগুলির পারস্পরিক সহাবস্থানমূলক সমাধান বের করার প্রচেষ্টাতে উদ্যোগী হচ্ছে। এই প্রানীকূলের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের উত্থান মানবীকৃত জাতকের প্রানীদের মধ্যে মানব-প্রানী নৃতাত্ত্বিক শ্রেনীচেতনাকে ঘিরে বৌদ্ধতত্ত্বের প্রচারমূলক নীতিবাদী ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে প্রানীভাষ্যে প্রাকপর্বের প্রাণী অধিকার চেতনাকে উপস্থাপন করছে। এইভাবে জাতকের গল্পগুলিতে প্রানীচরিত্রের মানবিকীকরনের সচেতন সাহিত্যিক প্রয়াসকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব তথা আদি ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক ঘরানাতে মানব-প্রানী নিবিড় মিথষ্ক্রিয়ামূলক আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রানীভাষ্যে এক বিকল্প প্রান্তিক স্বরের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়।

Reference:

১. রী ডেভিস, বুদ্ধিষ্ট ইন্ডিয়া, ৩য় খ., লন্ডন : টি ফিশার আনউইন আদলকি ট্রেস, নিউ ইয়র্ক:জি.পি. পুটনাম অ্যান্ড সন্স, ১৯১১, পৃ. ১৯৬
২. পল ওয়ালদু, ’দ্য স্পেক্টর অফ স্পেসিসিজম্ : বুদ্ধিষ্ট অ্যান্ড ক্রিস্টান ভিউ অফ অ্যানিমালস’, প্রবন্ধ, আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ রিলিজিয়াস, অ্যাকাডেমিক সিরিজ, নিউ ইয়র্ক : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০২, পৃ. ৪৩
৩. ঊমা চক্রবর্তী, এভরিডে লাইভ্স, এভরিডে হিস্টোরিজ : বিয়োন্ড কিংস অ্যান্ড দ্য ব্রাহ্মন্স ইন ’অ্যানসেন্ট’ ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লি : তুলিকা বুক্স, ২০০৬, পৃ. ২০৬
৪. অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারী, অনলাইন সং., অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস
৫. রঞ্জন চক্রবর্তী, সিচ্যুএটিং এনভায়রনমেন্টাল হিস্ট্রি, দিল্লি : মনোহর পাবলিশার্স, ২০০৭, পৃ. ২৪-২৯
৬. ওয়ালদু, দ্য স্পেক্টর অফ স্পেসিসিজম্, পৃ. ২৪-৪০
৭. হার্ম্যান ওল্ডেনবার্গ, দ্য বিনয় পিটকম্, ৫ম খ., লন্ডন অ্যান্ড নর্গেট : পালি টেক্সট সোসাইটি, ১৮৭৯, পৃ. ৮৩
৮. রেহিকো ওনুমা, আনফর্চুনেট ডেস্টিনি : অ্যানিমেল ইন ইন্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট ইম্যাজিনেশন, অক্সফোর্ড : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৭, পৃ. ২৪-৪০
৯. মিলিন্দোপঞহো ৩২, বিহেম ট্র্যাকনার, দ্য মিলিন্দপঞহো, বিয়িং ডায়লগস বিটুইন কিং মিলিন্দা অ্যান্ড বুদ্ধিষ্ট সেজ নাগাসেনা, লন্ডন ও এডিনবার্গ : উইলিয়াম অ্যান্ড নর্গেট প্রেস, ১৮৮০
১০. বুদ্ধচরিত ১.৬০, অশ্বঘোষ, দ্য বুদ্ধ-চরিত অর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 591 - 599
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১১. অয়সুর.জাতকমালা অর দ্য গারল্যান্ড অফ বার্থ স্টোরিজ. অনুবাদ. জে. এস. স্পিয়ার, অ্যানসেন্ট বুদ্ধিষ্ট টেক্সট, ২০১০.https://ancient-buddhist-texts.net/English-Texts/Garland-of-Birth-Stories/Garland-of-Birth-Stories.pdf
দ্য লাইফ অফ বুদ্ধা বাই অশ্বঘোষ, অনু. ও স.,ই বি কাওয়েল, ১৮৯৪ অ্যানসেন্ট বুদ্ধিষ্ট টেক্সট, ২০০৫
https://ancient-buddhist-texts.net/Texts-and-Translations/Buddhacarita/Buddhacarita.pdf
১২. ওনুমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩
১৩. চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
১৪. তদেব, পৃ. ২০২
১৫. ‘হে ভিক্ষুগণ! জেনে রেখো, অতীতকালে আমি হরিণ, বাদামী ভালুক, বল্গাহরিন, খরগোশ, এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা, চক্রবর্তী সম্রাট, নাগ এবং গরুড়— এসব রূপে জীবন লাভ করেছিলাম। বৌদ্ধধর্মের পথ অনুসরণ করলে মানুষ এমনই সব দেহ লাভ করে থাকে। একেই বলা হয় ‘জাতক’। মহাপরিনির্বাণ সূত্র ১৯৭৩, ২১; পিটার স্কিলিং, বুদ্ধিজম অ্যান্ড বুদ্ধিষ্ট লিটারেচার অফ সাউথ ইষ্ট এশিয়া : সিলেক্টেড পেপার্স, অনু., ক্লদিও সিক্যুজা, ব্যাংকক : ফ্রাজিল পাম লিউ ইন্সটিটিউশন এবং নেপাল : লুম্বিনী রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ২০০৯, পৃ. ১৭২
১৬. ওয়ালদু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-৪০
১৭. নাওমি অ্যাপেলটন, জাতকা স্টোরিজ ইন থেরাবাদা বুদ্ধিজম : ন্যারেটিং ফ্রম বোধিস্বাত্ত্বা পাথ, অ্যাশগেট পাবলিশিং লিমিটেড ২০১০.পৃ. ৭২
১৮. ময়ূর জাতক, নং. ১৫৯, জাতক অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত : ফৌসবোল সম্পাদিত জাতকার্থ বর্ননা নামক মূল পালিগ্রন্হ হইতে, ২য় খ.; অনু., ঈশানচন্দ্র ঘোষ, কলকাতা : করুনা প্রকাশনী, ১৩৮৯, পৃ.২১-২৪
১৯. রাধা জাতক, নং. ১৪৫, জাতক অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত : ফৌসবোল সম্পাদিত জাতকার্থ বর্ননা নামক মূল পালিগ্রন্হ হইতে, ১ম খ.; অনু., ঈশানচন্দ্র ঘোষ, কলকাতা : করুনা প্রকাশনী, ১৩৮৪, পৃ. ২৬৩-২৬৪
২০. বীরক জাতক, নং. ২০৪, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫
২১. তক্ষকশূকর জাতক, নং. ৪৯২, জাতক অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত : ফৌসবোল সম্পাদিত জাতকার্থ বর্ননা নামক মূল পালিগ্রন্হ হইতে, ৪র্থ খ.; অনু. ঈশানচন্দ্র ঘোষ, কলকাতা : করুনা প্রকাশনী, ১৩৮৫, পৃ. ২৩২-২৩৭
২২. শিশুমার জাতক,নং. ২০৮, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.১০০-১০২
২৩. গোধা জাতক, নং. ১৩৮, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩-২৫৪
২৪. বর্ত্তক জাতক, নং. ১১৮, তদেব, পৃ. ২২১-২২৩
২৫. মিতচিন্তি জাতক, নং. ১১৪, তদেব, পৃ. ১১৭-১১৮
২৬. ওনুমা. ৯৭
২৭. মুনিক জাতক, নং. ৩০, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬
২৮. কুক্কুট জাতক, নং. ৩৮৩, জাতক অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত : ফৌসবোল সম্পাদিত জাতকার্থ বর্ননা নামক মূল পালিগ্রন্হ হইতে, ৩য় খ., অনু., ঈশানচন্দ্র ঘোষ, কলকাতা : করুনা প্রকাশনী, ১৩৮৫, পৃ. ১৫২-১৫৩
২৯. শকুন জাতক, নং.৩৬, ১ম খ., প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৭-৭৮
৩০. কৃষ্ণ জাতক, নং.২৯, তদেব, পৃ. ৬৩-৬৫
৩১. কালবাহু জাতক, নং.৩২৯, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০
৩২. দদ্দভ জাতক, নং. ৩২২, তদেব, পৃ. ৪৭-৪৯
৩৩. গুন জাতক, নং. ১৫৭, কাওয়েল.জাতক, ২.১৬-২২০
৩৪. চাম্পেয় জাতক, নং. ৫০৬, কাওয়েল. জাতক, ২.২৯৯-৩০৯
৩৫. গৃধ্র জাতক, নং. ১৬৪, কাওয়েল. জাতক, ২.৩১-৩৩

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 591 - 599
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩৬. এ এস কুলসুরিয়া, 'জাতক', এনসাইকোপিডিয়া অফ বুদ্ধিজম, ৬ষ্ঠ খ., স. ডব্লিউ জি বীররত্নে, শ্রীলঙ্কা : স্টেট প্রিন্টিং কোম্পানি, ১৯৯৬
৩৭. প্রগতি সাহানী, 'এনভায়রনমেন্টাল এথিক্স ইন বুদ্ধিষ্ট জাতাকা স্টোরিজ', রিলিজিয়নস : এ স্কলারলি জার্নাল, ২০১২শ খ., সং. ১, দর্শন বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২
৩৮. রুরু জাতক, নং. ৪৮২, ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৮০
৩৯. মহাকপি জাতক, নং. ৪০৭, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-২১৪
৪০. ন্যাগ্রোধমৃগ জাতক, নং. ১২,১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৮
৪১. কুক্কুর জাতক, নং. ২২, তদেব, পৃ. ৫০-৫২
৪২. কাক জাতক, নং. ১৪০, তদেব, পৃ. ২৫৫-২৫৭
৪৩. সাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
৪৪. শেখ তাজমুর নাহার তন্নি,বুদ্ধিষ্ট এথিক্স অ্যান্ড ইটস ইম্প্যাক্ট অন মডার্ন টাইম্স, বাংলাদেশ : ইউনিভার্সিটি অফ রাজশাহী, ২০১৯, পৃ. ৮৪-৮৫
৪৫. সাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
৪৬. ডঃ ও.পি.পরমেশ্বরন, 'কম্প্যাশন অ্যাজ পার্শিনেন্ট কম্পোনেন্ট ইন দ্য ওয়ে অফ 'মিডল পাথ': এ স্টাডি অফ 'রুরু জাতকা' ইন ভারহুত স্কাল্পচার', এশিয়াটিক ন্যারেশন, স. ডঃ অলকা চন্দ্ ও ডঃ অনিতা, ১৩শ খ., সং. ২, নং. ১২,২০২২, পৃ. ৭৮-৮৪, anubooks.com/https://anubooks.com PDF E:\2022\Journals\Artistic Narra
৪৭. চক্রবর্তী, অরিন্দম. "ক্যান দ্য সাবহিউম্যান স্পিক অর অ্যাক্ট? এজেন্সি অফ সাগেসিয়াস সার্পেন্, বেনেভলেন্ট বার্ডস, রেশনাল রোডেনস অ্যান্ড মকিং মংগুজ ইন মহাভারাতা.এক্সপ্লোরিং এজেন্সি ইন মহাভারতা : এথিক্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডাইমেনশন অফ ধার্মা, সম্পাদক. শিবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, বৃন্দা ডালমিয়া ও গাঙ্গেয় মুখার্জী.রাউটলেজ, ২০১৮. পৃ. ১৪৩-১৬১
৪৮. সাহা, সাগ্নিক. "দাস স্পোক দ্য অ্যানিমল: মোরাল লাইন্স অফ দ্য অ্যানিমল ইন জাতাকা অ্যান্ড পঞ্চতন্ত্রা". কনভারসেশন উইথ অ্যানিমল আদার : হিস্টোরিক্যাল রিপ্রেসেন্টেশনস অফ হিউম্যান অ্যান্ড নন-হিউম্যান ইন্টারাকশনস ইন ইন্ডিয়ান, সম্পাদক. অলোকা পরাশর সেন, ব্লুম্সবেরি, ২০২৩. পৃ. ৮৯-১০৪